

ব্রনোর সমকালিন আরো যাঁদেরপুড়িয়ে মারা হয়েছিল

-নুরুজ্জামান মানিক

জিঅরদানো ব্রনো কে ভিল্লমত পোষনের দায়ে রোমে দন্ডাঙ্গা দেবার পর "কাম্পো দ্য ফিওরি" নামক দহনস্থলীতে পুড়িয়ে মারা হয় ১৬০০ সালে। এটা আমরা কমবেশী সবাই জানি। তিনি বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন ; বিধায় তাকে নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছি । বাংলা ভাষায়ও লেখার কমতি নেই । বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রাবি'র অধ্যাপক শহীদুল ইসলামও লিখেছেন তার আত্মত্যাগ নিয়ে । স্যারের লেখাটা মুক্তমনা বই স্বতন্ত্র ভাবনায় সন্নিবেশিত হয়েছে। [অনলাইনে পড়া যাবে এখান থেকে।](#)

ব্রনোর ঐ যুগে ইউরোপে এরকম অনেক হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল ,যাদের সবার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়না। যতদূর জানা যায়, ১৬১৯ সালে তুলুজে **লুচিলিও ভানিনি** নাস্তিক হিসেবে দোষী সাব্যস্ত হন; তার জঁহবা ছুড়ে ফেলা হয় এবং তাকে পুড়িয়ে মারা হয় ।

প্রথম এলিজাবেথ ও জেমস (রাজ ১৬০৩-১৬২৫) এর শাসনকালে ইংল্যান্ড রোমান ইনকুইজিশনের চেয়ে

পিছিয়ে ছিল না কিন্তু যাদের বলি দেয়া হয়েছিল তারা অখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন বলে ঐ দেশের ধর্মীয় উন্মাদনার কথা ভুলে যাওয়া হয়েছে। অবশ্য **কবি মার্লে** (১৫৬৪-১৫৯৩) যদি শূড়িখানায় নোংরা কলহে নিহত না হতেন তবে ইংল্যান্ড তাকে পুড়িয়ে মেরে ইতালির মত গৌরব (!) লাভ করতে পারত, কারণ মার্লে'র খ্যাতি ব্রনোর চেয়ে কম ছিল না । উল্লেখ্য , তিনি নাস্তিকতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু বিচার চলাকালেই তিনি নিহত হন । নাট্যকার **টমাস কিড** (১৫৫৮-১৫৯৪) কেও নিদারুণ শাস্তি দেয়া হয়েছিল। **স্যার ওয়াল্টার র্যালো** (১৫৫৪-১৬১৮) এর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল কিন্তু তিনি দোষী সাব্যস্ত

হননি বলে রেহাই পান । অন্যরা এত সৌভাগ্যবান ছিলেন না । এলিজাবেথের রাজত্বকালে নরউইচে **ফ্রান্সিস কেট** (যিনি কেমব্রিজে করপাস ক্রিস্টির ফেলো) সহ তিন/চার জনকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

প্রথম জেমস এর আদেশে **বার্থোলোমিউ লিগেট** (১৫৭৫-১৬১১) কে কিছুদিন কারারুদ্ধ রেখে তারপর স্মিথফিল্ডে পুড়িয়ে মারা হয় । মাত্র এক মাস পরে **ওয়াইটম্যানকে** কভেনট্রির বিশপ লিচফিল্ডে পুড়িয়ে মারা হয়।(রচনাকাল ২০০৮-০৪-১৭)

Ref: J B Buri, A History of Freedom of Thought, 1914.